ভুবনবাবু বাড়ি ছাড়ছেন

বীরেন শাসমল

ওঘরে আবার কী করতে যাচ্ছো বাবা?
এই --- টুকাইটা কেমন পড়ছে, একবার দেখে আসি।
পড়ছে তো। শুধু শুধু ডিস্টার্ব করছো কেন?
ধুর! এ আবার কী ডিস্টার্ব করা! আমার আমসত্ত্ব- দুধে - ফেলি নাতিটা, এই সেদিন তো তো করে কথা বলতো, এঘর ওঘর ছুরছুর করে ছুটে পালাতো, ধরতে গেলে মোজাইক মেঝের সব নক্সা ধুয়ে দিয়ে হেসে উঠতো---
তা সে ব্যাটা কেমন জবর জবর আংরেজী কেতাব সামনে রেখে লেসেন তৈরী করছে, একবার দেখার লোভ সামলাই কী ক'রে বল্?
ত্রিদিব হেসে বললো, বুঝলাম! কিন্তু এত বেশি লাই দিলে ও তো মাথায় উঠবে। তুমি না শিখিয়েছিলে --- লালনে বহো বহো দশা, তাড়নে বহো বহো গুণাঃ?
ও আমার সাথে টুকাইয়ের ব্যাপার। এর মধ্যে চাণক্যকে টানছিস কেন!
ভয়ে ভয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ত্রিদিব দেখলো মেঘনা পড়াচ্ছে টুকাইকে। এখন যদি বাবা ওঘরে যায় যাহলে মেঘনার চোয়াল শক্ত হবে। অস্ফুটে সে হয়তো বলে উঠবে, ডিসগাস্টিং! ত্রিদিবের ভালো লাগবে না সেটা। বাবার পক্ষ নিয়ে ওকালতি করতে গেলেও একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। তার চেয়ে সে ইঙ্গিতে বাবাকে বোঝাতে চাইল ---- বাবা, পেছোও --- আর এগিও না।
ভুবনবাবু নাছোড়বান্দা। ঢুকেই পড়লেন।
মেঘনা তখন একটা রাইম পড়াচ্ছিল---লন্ডন ব্রিজ ইজ ফলিং ডাউন/ মাই ফেয়ার লেডি/ বিল্ড ইট ইউথ আয়রন বারস/ আয়রন বারস/ ...মাই ফেয়ার লেডি...পর্দার ফাঁক দিয়ে ভুবনবাবুর হাসি হাসি মুখটা দেখতে পেয়েছে টুকাই। সে খুব খুশী দাদুর চোখের দিকে তাকিয়ে যন্ত্রের মত বলে যাচ্ছে...ফলিং ডাউন...ফলিং ডাউন...মেঘনার ভু কোঁচকালো। মেঘনার বিরক্ত মুখকে এড়িয়ে সটান টুকাইয়ের পড়ার টেবিলের কাছে এসে ভুবনবাবু বললেন, লান্ডন ব্রিজতো ভেঙে পড়বেই দাদুভাই, ওটা যে লুঠের মালমশলায় তৈরি। তা মেঘনা মা, কলকাতায় বসে লান্ডন ব্রিজের ভেঙে যাওয়ার জন্য টুকাইকে এমন গভীর শোকপ্রকাশ করতে হচ্ছে বড্ড মায়া হয়। কী কষ্ট করে বেচারাকে লোহার খুঁটি বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে!
বিরক্তি চেপে মেঘনা একটু হাসলো। বললো, ওকে একটু পড়তে দিন বাবা, ওর হোম-ওয়ার্ক আছে। পিরিয়ডিক্যাল এক্সামও আছে। পড়বে মা পড়বে। তবে মাঝখানে একটু রিলিফ না হলে চলবে কেন! আংরেজম্যান হবে আমার নাতি, স্মার্ট হবে, ঝকঝকে হবে, এতো আমি চাই-ই। তবে কি জানো বৌমা, সেই ষাট বছর আগে লেখা মুকুন্দ দাসের একটা গান আমার মনে পড়ে গেল --- ইংরেজ চলে যাবার পরে দেহ তো স্বাধীন হল, কিন্তু মনটা? সবাই কেমন লোহার বিম দিয়ে লান্ডন ব্রিজের ভেঙে যাওয়া খে দিতে লেগেছো তে ামরা!
এসব কথার কি কোন মানে হয় বাবা? আমরা বাধ্য হচ্ছি!
করলে হয়, না করলে হয় না।
এত ঘুরিয়ে কথা বলেন কেন বাবা?
কি করবো মা? সোজা কথা সোজাভাবে বললেই লোকে ভাবে বোকা।
খোঁটাটা কি আমাকে দিলেন?
তাহলে তো জয়দেবের সেই গীতগোবিন্দের শ্লোক কেটে দেওয়ার মতো নিজের পিঠেই আঁচড়ের দাগ পড়বে বৌমা।
বাবা, ছেলেকে আমাদের যুগের উপযোগী করে গড়ে তুলতেই হবে। তা নাহলে তো পেছিয়েই পড়বে।
কিন্তু শেকড় ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে গেলে তুমি তো ওকে ডেকেই সারা হবে মা। ধরতেই পারবে না। তখন তো সেই খকন খকন ডাক ছাড়ি। খকন গেছে কার বাড়ি? একটা বিরাট দানব এসে ছোঁ মেরে তোমার খকনকে নিয়ে কোথায় উড়ে চলে গেল, তুমি হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে রইলে শুধু।

মেঘনা হারছে। তার চোখ মুখ অশান্ত উদ্বিগ্ন। এরপরে যা হবে ত্রিদিবের মোটামুটি জানা। সে মাঝখানে এসে পড়ল।
বাবা, একটা দাণ ছোটগল্পের সংকলন এসেছে হাতে। তোমার টেবিলে রেখে এসেছি। পর্তুগালের। তোমার অবশ্যই ভালো লাগবে।
ভুবন বাবু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সত্তর বছর বয়সেও আমার নাবালকত্বঘোচেনি, তাই নারে?
ধরা পড়ার মতো গলায় নামতে নামতেও নিজেকে কৌশলে সামলে নিয়ে ত্রিদিব বলল, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। একেবারে গ্রীক ট্রাজেডির কোরাস ক্যারেকটার।
ভুবন বাবু হাসতে হাসতে বললেন, দক্ষ প্রশাসকের সব গুণই তো দেখছি রপ্ত করেছি।
ত্রিদিব বললো বাপ কা বেটা।
ভুবন বাবু বললেন ঠিক আছে দাদুভাই, এখন পড়ায় মন দাও। পরে তোমার সঙ্গে কথা।।
কী প্রমিস করেছিলে মনে আছে?
ন্- ন্ - না। ওহো - পড়েছে, মনে পড়েছে।
টুকাই একবার মার দিকে একবার বাবার দিকে তাকিয়ে দাদুভাইকে অভিমান ভরা গলায় বললো, স্প্যানিয়ার্ডদের গল্পটা কিন্তু আজ বলতেই হবে তোমাকে।
টুকাইকে দেখে কষ্ট হলো ভুবনবাবুর। বুঝলি ত্রিদিব, আমার দাদুভায়ের এই ছোট্ট মুখটায় যখন দেখি অধ্যাপকদের মতো গাম্ভীর্যের ছায়া পড়েছে, তখন আমার চার পাশের সব আলোর মুখে যেন অন্ধকার লেপে দেয়। টাইপরে পেল্লায় ব্যাগ চাপিয়ে পিঠে, এই স্মার্টনেস বড্ড ভারী। হায় শিশু শ্রমিক!

।। দুই ।।
রাতের শোয়ার সময় টুকাই রোজকার মতো টুক করে দাদুভাইয়ের ঘরে। মেঘনা পছন্দ করে না। প্রতি রাতে এই নিয়ে অদ্ভুত একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলে। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। মেঘনা ডাকল--- টুকাই---
ভুবনবাবু টের পেলেন পুত্রবধূর গলায় বিরক্তি আর সূক্ষ্ম ক্রোধ। এতো সূক্ষ্ম এত গভীর সেই ক্রোধের উচ্চারণ যে ভুবনবাবুর পক্ষে সহজে ধরে ফেলা মুশকিল। তাঁর নিজের সংবেদনশীলতা নিয়ে তিনি নিজেই খুব চিন্তিত। এ যেন গত শতাব্দীর। অনেক কিছু তাড়াতাড়ি ধরে ফ্যালে।
ভূবনবাবু নাতিকে বললেন, যাও -- মা কী বলছেন, শুনে এসো।
না যাবো না।
ভুবনবাবু টুকাইয়ের মুখের দিকে তাকান। গম্ভীর হয়ে বলেন, ডোণ্ট্ সে নো। ব্যাড ম্যানার্স!
যাও---।
কথাগুলো বিশ্রী আদেশের মত শোনায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যেভাবে তার বয়সের ভার দিয়ে আদেশ করে, ভালোবাসাহীন নিছক অভিভাবকত্ব জাহির করবার জন্য....ঠিক। ঠিক সেরকম।
টুকাই প্রায় কাঁদো কাঁদো। তার ঠোঁট ফুলে ফুলে ওঠে।
তুমি, ---তোমরা সব দুষ্টু। টাইরান্ট। একুট জোরে কথা বললে আন্টি বলে ব্যাড ম্যানার্স। এ্যাসেম্বলিতে একটু হেসে ফেললে প্রিন্সিপ্যাল বলেন, ব্যাড ম্যানার্স। বাড়িতেও একটু মজা করে হৈ হৈ করলে মা চোখ পাকিয়ে বলে, ম্যানার্স জানোনা, এত ভালো স্কুলে পড়ছো? ভাল্লাগেনা।
ফিল বোর্ড---
ভুবনবাবু হেসে ফেললেন। ও বাবুরে, দাদুভাইয়ের লেগেছে গো। কোথায় লেগেছে তোমার দুদু? এইখানে, এইখানে? দুটো ছোট ছোট হাত নিয়ে আদরে নিজের গলায় জড়িয়ে ভুবনবাবু বললেন, ঠিক আছে, ক্ষতিপূবণ করে দেবো। মার কাছ থেকে শুনে এসো, মা কী বলছেন।
প্রমিস?
প্রমিস।
আজ কিন্তু তোমাকে স্প্যানিয়ার্ডদের গল্পটা বলতেই হবে।
কোন্ গল্পটা?
ওই যে --- জেনারেল ও বেন্ডো আর কুইন এনকোয়েনার গল্প?
ঠিক আছে। তুমি ওঘর থেকে একবার ঘুরে এসো।
ওঘরে যেতে মেঘনা ছেলেকে বলল, রোজ রোজ দাদুভাইকে ডিস্টার্ব কর কেন?

বারে, আমি আবার ডিস্টার্ব করলাম কোথায়।
এঘরে এসে শোও। দাদুভাইকে বলে এসো। কাল তোমার এক্সাম আছে।
ও'তো রোজই থাকে।
যা বলছি তাই কর। মুখে মুখে তর্ক কোরো না।
দাদুভাই একা কী করে শোবে?
দাদুভাই বুড়ো মানুষ। একা শুতে তাঁর অসুবিধে হবে না। ঠিক পারবেন।
বারে, দাদুভাই আর আমার মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে!
চুক্তি?
হাঁ।
কী চুক্তি?
দাদুভাই আমাকে একটা দাণ গল্প বলবে।
অ! তারপর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকবে। ভোরবেলা উঠতে পারবেনা।
স্কুল বাস মিস করবে, এই তো?
না মা। দাদুভাই আমাকে ভোরবেলায় ঠিক ডেকে দেবে, তুমি দেখো---
মেঘনা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এইটুকু একটা ছেলে, সমানে তার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে! কৌশল পাল্টালো সে। গলার স্বর যতটা সম্ভব মোল
ায়েম করে বললো দাদুভাই বুড়ো মানুষ, তাঁর শোওয়া বিচ্ছিরি। তুমি ছোট, নামকরা একটাস্কুলে পড়ছো, তোমার শোওয়ার মধ্যে
একটা শৃঙ্খলা থাকা উচিত। আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে শোবে।
দাদুভাই -এর শোওয়া বিচ্ছিরি কেন বলছো মা? আমার শোওয়াই তো বিচ্ছিরি। রাতে দাদুর গায়ে পা তুলে দিই। দাদুভাই অ
ালতো করে আমার হাত পা ঠিক করে দেয়।
আহ্! খালি বকবক করে। দিস ইজ নট ইংলিশ। মিস বলেছে না, ইংলিশ পিপ্‌ল ডোণ্ট্ টোক্ মাচ---?
ধমক খেয়ে টুকাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে। এক পা ও নড়ে না।
ত্রিদিব বাথমে ছিল। টুকাইয়ের কান্না শুনে বেরিয়ে এসে বললো কী ব্যাপার, কাঁদছো কেন টুকাই? মেঘনা, নিশ্চয়ই বকেছো।
বায়না ধরেছেন, দাদুভাইয়ের কাছে শোবেন।
শু'ক না অসুবিধেটা কোথায়?
অসুবিধে আছে।
কী বলবে তো?
মেঘনা চাপা গলায় বললো, দ্যাখো, তোমার বাবার বয়স হয়েছে! একজন বুড়ো মানুষের পাশে একটা বাচচার শোওয়া, তুমি যাই
মনে কোরনা কেন, আমি মনে করি আনহাইজিনিক। আই মিন অস্বাস্থ্যকর। নানা রকমের ইনফেক্শনও হতে পারে। ত্রিদিব হতাশ হয়ে
ধপ করে বসে পড়লো বিছানায়। ওহ গড! আরে বাবা, আমার বাবা একজন সুস্থ পরিচ্ছন্ন সবল মানুষ। রিটায়ার করেছেন বটে
কিন্তু অথর্ব হয়ে যাননি। তুমি এমন করছো যেন বাবা এইড্‌স গী বা অন্যকিছু।
আস্তে, কথাটা হচ্ছে তোমার আমার মধ্যে। শুনতে পাবেন।
কিন্তু এমন একটা বিষয় নিয়েকথা হচ্ছে যে! যাকগে, গেট রিল্যাক্সড।
দেখো আবার হিউম্যান কনট্যাক্ট্ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে গিয়ে ইনহিউম্যান হয়ে যেওনা।
আহ্! আস্তে কথা বল। এতদিনেও তোমার সেই গাঁইয়া ভাবটা গেল না। নিজের পাশে মিস্টার এ্যান্ড মিসেস মন্ডলের প্রোফাইলটাকে
রাখো। দ্যাকো, সারাক্ষণ মুখে হাসি, কথা বলে মেপে, একটাও আল্টপকা কথা বলে না, একটিও বাড়তি মন্তব্য না, অনর্থক হাসে ন
া, কখনো নিজেকে তোমার মত হাট হাট দরজার মত খুলে দেয় না। নিজের ওজন থেকে একটুও এদিক ওদিক হেলে না। তোমার তো
আছে উজাড় করে দেওয়া ব্যাপার স্যাপার ওরা সিডিউল্‌ড কাস্ট, ওদের সফিসটিকেশন দেখ, আর তুমি? ম্যান, ট্রাই টু কনসিল।
এখন তুমি সেই হরিমাধব বিদ্যামন্দিরের ছাত্রটি নেই।
ত্রিদিব হাঁ করে তাকিয়ে রইল মেঘনার দিকে।
ত্রিদিব বলল, ও বাবা! তোমার কত বুদ্ধি! তুমি কত আধুনিকা। আমি দৌড়েও তোমাকে ধরতে পারব না। আমার সমস্ত কন্‌সেপ্টে ব্য
াপক মাইজেশন করতে হবে ম্যাম।
কম্‌প্লিমেন্ট ভেবে মেঘনা গলাটাকে আরো নিচে নামাল। দ্যাখো, এটা তো অস্বীকার করতে পারবে না যে তোমার বাবা একজন ব্য
াকডেটেড মানুষ? রাজ্যের সমস্ত পুরোনো দিনের গল্প শোনাবে---রাক্ষস খোক্ষসের গল্প, মণিমালার উপাখ্যান, সোনার কঠি, রূপ

ার কাঠি। এত কষ্ট করে ছেলেটাকে একটা ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করেছি। মিস পই পই ক'রে বলেছেন, অয়ন শুড বি ট্রেইন্ড ইন ইংলিশ। হি সুড অ্যাক্ট থিংক এ্যান্ড ড্রিম ইন ইংলিশ--- হি শুড হ্যাভ আ কাল্টঅব ইংলিশ!
টুকাই তখনও কেঁদে চলেছে।
ত্রিদিব টুকাইকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, কাঁদে না বাবা, ছিঃ ! তুমি তো সাহসী ছেলে। তোমাকে বড়ো হতে হবে, অনেক কিছু জ ানতে, শিখতে হবে। আমরা ছোটবেলায় নজলের একটা দাণ কবিতা পড়েছিলাম। আমাদের তুমুলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই যে --- থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে দেখবো এবার জগৎটাকে/ কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে! তোমার তো পেছিয়ে থ াকলে চলবে না। মেঘনা উৎসাহিত হল। ত্রিদিবের মাথায় ঢুকেছে তাহলে। এবার নিশ্চয়ই ছেলেকে নিজেদের কাছে শুতে বলবে।
কিন্তু ত্রিদিব টুকাইয়ের গালে আল্‌তো টোকা মেরে বলল, পড়বো আনন্দের সঙ্গে, শুনবে মন দিয়ে। যাও, দাদুভাই হোল গল্পের সমুদ্র। এইবেলা যতোটা পারো শুনে নাও, ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না। গো---
আনন্দে উত্তেজনায় টুকাই বলল, ড্যাড, গ্র্যান্ডপা আজ আমাকে স্প্যানিয়ার্ডদের গল্পটা বলবে বলেছে।
ঘুড। টুকাই নাচতে নাচতে চলে গেল।
টুকাই ওঘরে চলে যেতে রাগে ফুঁসে উঠল মেঘনা। তুমি কি মনে করো আমার কোন অস্তিত্ব নেই?
কেন মনে করবো একথা?
আমি বারণ করলাম অথচ তুমি ঠিক পাঠিয়ে দিলে? আমাকে এতটাই ইগ্‌নোর কর তুমি?
যদি বলি খুব গোপনে তুমিই কাউকে ইগ্‌নোর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো?
যা বলতে হয়, স্পষ্ট ক'রে বলবে।
তুমি বুদ্ধিমতী, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।
টিজ করছো ত্রিদিব। তুমি এবং তোমার বাবা মিলে আমার ওপর ডমিনেট করছো তুমি বুঝতে চাইছোনা আজকের দিনে ওসব র পকথার গপ্পোটপ্পো চলে না। এই এসটিরিক্স সুপারম্যানের যুগে? কোথায় স্টারওয়ার ব্যাটমান ডাইনোসরের লস্ট ওয়ার্ল্ড --- অ ার কোথায় তোমার খগেন মিত্তিরের ভোম্বল সর্দার, বিশে ডাকাতের গল্প---!
ত্রিদিব হেসে বলল, আমি খুব ভাগ্যবান।
কোন দিক থেকে?
আমার পিতৃকুলের নিবেদন ক্লাসিক্স, শ্বশুরকুলের উপস্থাপন ইলেক্ট্রনিক্স। তায় ইন্টারনেটের যুগ। আমার পুত্র দুই শ্রেণীর জ্ঞান অর্জন করিয়া সাতিশয় পন্ডিত হইয়া উঠিবে।
ডোন্ট এ্যাক্ট লাইক আ বাফুন, ত্রিদিব। প্রত্যেকটা মানুষের একটা আত্মসম্মানবোধ আছে। তোমাদের এই সিলি মেল শ্যভিনিস্ট এ্য াপ্রোচ আমি টলারেট করবো না মনে রেখো।
আহ্!
প্রত্যেকটা কথার এমন কদর্য অর্থ করে নাও কেন? সারাক্ষণ যদি আমার আত্মসম্মান গেল, আত্মসম্মান গেল এই ভাবতে থাকে, ত াহলে কোনদিনই তুমি আত্মসম্মান অর্জন করতে পারবেন না। অনেক কিছুকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হয়, তাহলে দেখবে স্বাস্থ্য ভ ালো থাকবে। টুকাই তো অনেক বেশি ভাগ্যবান, তার এমন একটা স্টোরহাউস দাদু আছে যে তাকে শিকড়ে নিয়ে যায়। তার মা টিতে। সেখান থেকে সুপারম্যান ব্যাডম্যান সব জায়গায় যেতেপারে। ওর তো মাটি আছে, দেশ আছে, মাটির রস আছে, আলো হ াওয়া আছে। সিলভারবার্গ বা আশিমভ পড়বো বলে বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় পড়বোনা, এ কেমন কথা?
মেঘনা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো, বিছানার একদিকে, শরীর মুড়িয়ে। মাঝখানে, শূন্যতা পড়ে রইল সারারাত।
।। তিন ।।
...তো কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলো। কলম্বাস ছিল স্পেনের লোক। নতুন মহাদেশে নেমে কিন্তু ওরা স্থানীয় লোকেদের স াথে বন্ধুর মত ব্যবহার করলো না। ওরা স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের নানান ছলাকলায় ভুলিয়ে দরকার হলে তাদের ওর অত্যাচার চা লিয়ে---
দাদুভাই, অত্যাচার মানে কি 'টর্চার'?
না ভাই। ঠিক 'টর্চার নয়, বলতো পারো' 'অপ্রেসন'। তা ওরা অপ্রেসন চালিয়ে জোর ক'রে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করতে লেগে পড়লো, অবাধে লুঠপাট চলালো। তাদের লোভ বেড়েই চললো। নতুন মহাদেশের শাসনক্ষমতাও তারা হাতের মুঠোয় পেতে চ াইলো। এক একটা এলাকা সম্পূর্ণ দখল করে নিয়ে এগোতে লাগলো। এক প্রদেশের রাজা ছিলেন কেয়োনাব। কেয়োনাবকে বন্দী করে তার ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে জেলখানার ভেতরে তাকে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেললো। তাঁর স্ত্রী রাণী এনকোয়েনা তখন পা লিয়ে গিয়ে তাঁর ভাই ডারাগুয়া প্রদেশের রাজা বিহিচিয়োর কাছে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু বিহিচিয়ো কিছুদিনের মধ্যে মারা গেলেন।

এবার স্প্যানিয়ার্ডদের চোখ পড়লো ডারাগুয়ার ওপর। তারা ওবেন্ডো নামে এক সেনাপতির অধীনে জারাগুয়ার বিদ্ধে অভিযান চালালো। স্প্যানিয়ার্ডদের একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল। তার আশা করেছিল রাণী এনকোয়েনা তাদের প্রতিরোধ করবে এবং সেই ছুতোয় রাণীকে বন্দী করে তার বিচার করবে। রাজ্য ছারখার করবে এবং সেই ছুতোয় রাণীকে বন্দী করে তার বিচার করবে। রাজ্য ছারখার করবে এবং দখল করে নেবে। কিন্তু রাণী এনকোয়েনা সে পথে গেলেন না। তিনি তাঁর অনুগত প্রজাদের এবং রেড ইণ্ডিয়ান কাশিক সর্দারদের নিয়ে সেনাপতি ওবেন্ডো এবং তার দলবলকে অভ্যর্থনা জানাবার আয়োজন করলেন। জারাগুয়াবাসীরা অত্যন্ত যত্ন এবং সম্মানের সঙ্গে ওবেন্ডাকে অভ্যর্থনা জানালো। ভালো খাবার দাবার দিল। নাচ গান শোনালো।

দাদুভাই, 'অভ্যর্থনা' মানে কী?

অভ্যর্থনা মানে হল প্রিয়জন বা অতিথি এলে তাঁকে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে আসা।

তারপর কী হোল?

ওবেন্ডো ও তার লোকেদের অন্য মতলব। অন্য ফিকির।

মতলব - সিনোনিম কি হবে দাদুভাই, ওই যে হিন্দী সিনেমায় বলে যেটা?

ভুবনবাবু তাকিয়ে রইলেন নাতির মুখের দিকে। তাঁর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। হাঁ। ইভ্‌ল্ ইন্টেনশন। ওরা নিজেদের লোকেদের কানে কানে বলে গোপন সব পরিকল্পনা ঠিক করে ফেললো। ওরা ভাবল এনকোয়েনার এটা একটা চাল। এটা ভাবা ছাড়া ওরা আর কোনও ছুতোনাতা খুঁজে পাচ্ছিল না।

তারপর?

ওবেন্ডো জারাগুয়ার লোকেদের ডেকে বলল, তোমরা আমাদের সন্তুষ্ট করেছো, তোমাদের নাচগান খেলাধুলা দেখিয়ে। এবার তোমাদের সম্মানে আমরাও আগামী কাল আমাদের নাচগান খেলাধুলা আমোদপ্রমোদ দেখাবো। তোমরাও তোমাদের প্রদর্শনীকক্ষে কাল উপস্থিত হবে সবাই। কাল তোমাদের ঢালাও নেমন্তন্ন।

রানী এনকোয়েনার সরল মনে গরল নেই। তিনি খুশী। তিনি তাঁর পারিষদদের অনুগত কাশিক সর্দারদের এবং নিজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সেই কক্ষে কৌতুক প্রদর্শনী দেখতে এলেন। ওবেন্ডোর লোকেরা চারদিকের সব দরজা বন্ধ করে দিলেন। কারোর আর বেরিয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। ওরা সববাইকে নিরস্ত্র অবস্থায় থামের সঙ্গে বেঁধে ফেললো। তারপর শু হোল টর্চার। যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে ওদের বলানো হোল যে ওরা ওবেন্ডোর বিদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। মিথ্যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে রানী এনকোয়েনাকে ওরা সান ডোমিঙ্গো বলে এক জায়গায় চালান করে দিল বিচারের জন্য। কৌতুক খেলা দেখতে যারা বাইরে এসে জড়ো হয়েছিল, তাদেরকে ঘোড়সওয়ার বাহিনী দিয়ে তাড়া করে করে ছুটিয়ে নিয়ে গেল অনেকদূর। নিরস্ত্র শিশু যুবক যুবতীর বুড়ো বুড়িরা যারা প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছিল, তাদেরকে বন্দুক চালিয়ে নৃশংস ভাবে মেরে ফেললো।

হাউ ত্রুয়েল! গ্র্যান্ড্পা, প্যাটম্যান থাকলে ওরা এসব করতেই পারতো না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ব্যাটম্যান দাণ শক্তিশালী! ওর নিন্‌জা চত্র, ব্যাটমোহাইল আর ব্যাটফাইল থাকলে স্প্যানিয়ার্ডদের ঘোড়াগুলোকে কাবু করে ফেলতো। আর ব্যাটম্যানের হাতের সেই লোহার এ্যাংকারটা দিয়ে না - ঝিই-ই --- খ্যাঁচ, আকঁড়ে ধরতো ভিলেনের গাড়ি। আর যদি সঙ্গে থাকতো হিম্যানের সবুজ হলুদ ডোরাকাটা বাঘটা, তাহলে ওবেন্ডোর কোন মতলবই টিকতোনা।

ভুবনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, যাই বল দাদুভাই, তোমার ব্যাটম্যান, কিন্তু শক্তিতে আমাদের বিশে ডাকাতের সঙ্গে পেরে উঠবেনা।

হ্যাঁ---? ব্যাটম্যান গোথাম শহরের দুষ্টু জোকারকে হারিয়ে দেয় আর বিশে ডাকাত!

আরে বাবা তোমার ব্যাটম্যান হি-ম্যান সবতো বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে কেরামতি দেখায়, আর বিশে ডাকাদের দুটো হাত দুটো পা। সম্বল বলতে শুধু লাঠি আর তলোয়ার। বিশে ডাকাত লাঠি খেলতে শু করলে তোমার ব্যাটম্যানের আঙটা ঢুকতেই পারবে না। ঠিকরে বেরিয়ে যাবে।

কক্ষনো না। ব্যাটম্যান চোখের নিমিষে সব কিছু করে দেয়। তোমার বিশে ডাকাতের অনেক সময় লাগে।

আমার বিশে ডাকাত রণপায় করে যখন ছুটতো তখন তোমার ব্যাটফাইলও তার পেছনে ধাওয়া করতে পারতো না।

ধ্যেৎ? সুপারম্যানের সঙ্গে ওরা পারবেই না।

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি হার মানছি। এবার তাহলে একটু ঘুমিয়ে পড়া যাক। কাল আবার স্কুল আছে তোমার।

তোমার সঙ্গে আড়ি।

কেন, কেন?

তুমি সবসময় রাজপুত্তুর বা ডাকাতদের জিতিয়ে দাও।

তো এই কতা? তা দাদুভাই, আমার বিশে ডাকাতকে যদি স্পেশ্যাল এফেক্টস বা চটকদারী ট্রিক ফটোগ্রাফি দিয়ে তোমার চোখের স
ামনে এনে হাজির করি তাহলে দেখবে তোমার ব্যাটম্যান হেরে যাচ্ছে।
টুকাই আর কোন কথা বললোনা। চুপচাপ শুয়ে থাকলো।
ভুবনবাবু ডাকলেন, টুকাই সোনা, আমার ওপর গোঁসা করেছো?
কোন উত্তর নেই। শুধু ছোট্ট শরীরটা নড়ছে। ভুবনবাবু কিছু বললেন না।
কিছুক্ষ ণ বাদে ভুবনবাবুর মনে হোল টুকাই ঘুমোয়নি, এপাশ ওপাশ করছে অস্থির হয়ে। তিনি টুকাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। টুকাই, সে অনেকদিন আগে শিলং পাহাড়ে থাকতেন লীলা মজুমদার। দূরের পাহাড়েরদিকে তাকিয়ে তাঁর মনে কতে ারকমের অজানা অনুভুতি জাগতো। সরল বনের মধ্যে হাওয়া দিলে সোঁ সো শব্দ হোত। ঠিক যেন কেউ কোন লুকোনো কথা বলছে। দুটো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বইলে গোঁ গোঁ শব্দ হোত।
টুকাই ভুবনবাবুর গায়ে ঘেঁষে এলো।
আর দেখ, সারাক্ষণ ফিশফিস খশখশ টিপটিপ টপটপ। গভীর রাতে মনে হোত খুব সাবধানে ছাদে কারা যেন মশমশ করে হাঁটছে।
টুকাই শুনছে---?
ভুবনবাবু আলতো ঠ্যালা দিয়ে ডাকলেন, দাদুভাই?
কোন উত্তর নেই।
ভূবনবাবু মৃদু হাসলেন।

।। চার ।।
সকালবেলায় তাড়া থাকে। ত্রিদিব বেরোবে আটটায়। টুকাই সাতটায়। মেঘনা ব্যস্ত। তাকে পাওয়াই যাবেনা। ছেলেকে সামান্য কিছু খাইয়ে স্কুলে পাঠানো মস্ত এক ঝামেলার ব্যাপার। কিছুতেই খেতে চায় না। এর সঙ্গে ইউনিফর্ম আয়রন করা। টাঙ্ক ঠিকঠাক করেছে কিনা শেষ মুহূর্তে চেক করে নেওয়া। সঠিক খাতাটি সঠিক ব্যাগে গুছিয়ে দেয়া। পেন্সিস কাটা আছে কিনা, ইরেজার হারিয়ে এসেছে কিনা।
এরপর আছে ত্রিদিবের হাঁকডাক। তার গাড়ি হর্ন বাজাবে মৃদু। তার আগে সে রেডি। টাইয়ের নট বাঁধা থেকে, টেবিলের ফাইলপত্র গুছিয়ে ব্যাগে ভরে দেওয়া।
ঠিক এসময়েই আবার ভুবনবাবুর খিদে পায়। ক্ষিদের কথা এই ব্যস্ততার মধ্যে কাউকে বলাও যায় না! বৌমা ভাববে বুড়োর নোলা কেমন দেখ, বা এরকমই কিছু। নাহ্!
মেঘনা নিজের ব্যস্ততার চেয়ে অন্যের ব্যস্ততা বেশি দেখতে চায়। কাজের মেয়ে লীলাকে এমনভাবে ঘুম থেকে টেনে তুলবে যেন কোথ াও কুক্ষেত্র বেধে গেছে। ব্যাপারটা শোনায় এরকম ঃ কিরে তুই ধামড়ি এখনো শুয়ে আছিস?
শুয়ে থাকা সে দেখতে পারে না! এর মধ্যে অকারণে সে একবার শ্বশুরের ঘরে উঁকি মারে। তার হঠাৎ মনেহয় ভদ্রলোক বড্ড বেশি শুয়ে থাকেন। ভুবনবাবুর হয়েছে জ্বালা। সকাল সকাল উঠে মর্নিং ওয়াক করে এসে তাঁর ক্ষিদে পেয়ে যায়। ক্ষিদে মেটানোর জন্য ব া ক্ষিদে সাময়িকভাবে ভুলে থাকার জন্য একটা কিছু চাই --- অন্তত সকালের খবরের কাগজ। কাগজও মেঘনার নির্দেশে ত্রিদিবের ঘরে চলে যায়, কেননা সে বেরোবে তাড়াতাড়ি। ভুবনবাবু যুক্তি দিয়েও মেনে নেন সেটা। কেননা এভাবেই প্রত্যেকের সময়ের সঙ্গে প্রত্যেকের সামঞ্জস্য করে চলা উচিত। কিন্তু এই সময়টায় সবাই ব্যস্ত থাকে। তিনি আর কী করেন। বিছানায় শুয়ে থাকেন। শুয়ে শুয়ে জীবনের প্রথম পাঠেরসেইসব দিনগুলো মশগুল হয়ে পড়েন। ট থেকে কেউ নিজেকে উপড়িয়ে আনতে পারে না। ছেলেদের যখন শরৎচন্দ্রের গদ্যাংশ 'গাঁয়ের পথে' পড়াতেন তখন স্মৃতিসূত্র ধরে পড়ে থাকা ছালচামড়া ছাড়ানো কুকুরটাক ছবির কাছে এসে থমকে যেতেন ভুবনবাবু। এমন মর্মছেঁড়া দৃশ্য, এমন গভীর ভালোবাসার নাড়ি ধরে লোকটা টান মারে!
উঁকি দিয়েই বৌমা মেঘনার রাগ হয়। কেমন নিশ্চিন্তে শয্যায় গা এলিয়ে পড়ে আছেন ভদ্রলোক। অথচ ত্রিদিবকে কেমন নাকেমুখে গুঁজে ছুটতে হয় অফিসে। ত্রিদিব এত খাটবে অথচ এই অপ্রয়োজনীয় লোকটা শুয়ে শুয়েজ্ঞান দেবে! যদিও পরের দিকের 'জ্ঞান দেবে' কথা দুটো নিজের কানেই এমন অভব্য শোনাল যে নিজেই নিজেকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করে নিল সে। আবার ভাবল, ঠিকই তো। নাহয় ভদ্রলোক ত্রিদিবকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, কষ্টও করেছেন। কষ্ট কে না করে? সাধারণ শিক্ষক থেকে হেডমাস্টার হয়েছেন, কিন্তু তাতে কি মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি? দুই মেয়েকে তো পার করেছেন সেই ত্রিদিবের সাহায্য নিয়ে। সাহায্য কথাটায় আবার একটা ঠোক্কর খেল মেঘনা। কিন্তু নিজের দ্বিতীয় সত্তাকে সে বলল, হ্যাঁ--- নাহয় কিছুটা নিষ্ঠুর শোনাল। শোনাক না। মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর নাহলে হয় না। ভুবনবাবুর টিনটাকে মেঘনা কিছুটা অন্যরকম করে দেয়।
বাবা, আপনি তো রোজ মনিং ওয়াকে বেরোন ছ'টার একটু আগে। টুকাইয়ের বাস আসে সাতটায়। আপনি তো টুকাইকে বাসে

তুলে দিয়ে আসতে পারেন।
একেবারেই নির্দোষ আবদার। ভুবনবাবু বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ মা, কেন পারব না?
আসলে তা নাহলে সেই আমাকে আবার বাসের জন্য গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অথবা লীলাকে পাঠাতে হবে আমাকে যেতে গেলে সেই ড্রেস পাল্টিয়ে যেতে হবে, লীলাকে পাঠালে বাড়ির কাজেও ক্ষতি হবে। তাই---
না, না, এতে আবার কিন্তু কিন্তুর কিছু নেই। এতো বেশ ভালো হোল। এইটুকু সময়ের জন্য তিনি তাঁর পৌত্রকে কাছে পাবেন, তাঁর শিকড়ের শিকড় ভবিষ্যৎ মানববৃক্ষকে কিছুক্ষণ সঙ্গী পাবেন, এ বেশ স্বাস্থ্যকর সকাল তাঁরকাছে। সকালবেলায় তাজা ফুলের মত তঁার হাসি, তাঁর চোখ আনন্দে চকচক করে ওঠে। স্কুল ব্যাগ কাঁধে, কালো জুতো ধূসর রঙের প্যান্ট আর সাদা জামায় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ হেঁটে যাচ্ছে... তিনি অনেকদিন আগেকার আরেকছবি দেখতে পান এই প্রাতঃকালীন হাওয়ায়...উড়ে উড়ে যায় জীবনের পাতা, সব ডানদিকে জমা হয়ে গিয়ে একেবারে গোড়ার দিকে পোঁছে যান ভুবনবাবু। জমির আলের ওপর দিয়ে ত্রিদিব হাঁটছে... তখনও গাঁয়ের স্কুলে ইউনিফ র্মঢোকেনি। মোটমুটি পরিস্কার হাফ প্যান্ট, জামা, সাধারণ একটা সাদা কাপড়ের ঝোলায় বইখাতা শেলেট পেন্সিল।পায়ে জুতো ছিল না। ছিল হাওয়াই চপ্পল। জুতো কিনে দিয়েছিলেন অনেক পরে। টুকাইয়ের হাঁটার ধরণটা ঠিক ত্রিদিবের মত। শুধু টুকাই অনেক স্মার্ট, ঝকঝকে, চলনে বলনে শহুরে সাজ। ত্রিদিবের এই ছবির সঙ্গে আসে আরেকটি ছবি--- সে ত্রিদিবের মা বনশ্রী। ওই তো, হাওয়ার ওপারে, ঘোলাটে আকাশের একেবারে নিচের থেকে যখন একআকাশ আলো নিয়ে সূর্য উঠে আসে, তখন মনে হয় বনশ্রী দাঁড়িয়ে আছে। তার ডান হাতের আঙ্গুলে ধরা ধোঁয়া - ওঠা চায়ের কাপের ডাঁটি। আর একবাটি মুড়ি। সঙ্গে নারকোল বা পেঁয়াজকুচি বা শীতের সময়ের পাটালি। অনেকদিন পরে সকালে মুড়ির সঙ্গে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ--- যদিও সে চা এখনকার মত দুশো টাকা দামের দার্জিলিং নয়, টস কোম্পানীর চায়ের প্যাকেট তবুও সে চায়ের ঘ্রাণ বুক জুড়ে থাকে,....অাহ্! ভীষণ ক্ষিদে পায় আজকাল। হেঁটে ফিরে এলেই হাত পা অবশ হয়ে আসে। কিন্তু বলা যায় না। একজন শিক্ষিত সচেতন মানুষ তাঁর পুত্রবধূকে কীভাবে বলেন, বৌমা কিছু খেতে দাও? কাজের মেয়ে লীলাটাই গতি। মুখ দেখে বুঝতে পারে চা চাই তাঁর। এই মেয়েটা ঝট করে কী কায়দায় যেন এক কাপ গরম চা এনে ভুবনবাবুকে দিয়ে যায়। কিন্তু বৌমার রাগ হয় খুব। তোর এসব বেড়ে পাকামো করার মানে কী? তোকে কি বাবা চা চেয়েছিল? লীলা মুখ নিচু করে থাকে। তোর এই চাষাড়ে স্বভাবটা গেল না! এখন সববাই ব্যস্ত। টুকাইয়ের স্কুল, ত্রিদিবের অফিস যাওয়ার তাড়া। বাবার একটুও তর সইছে না? এ বাড়িতে প্রত্যেকে ডাইনিং টেবিলে বসে চা খায়। সকালের চা খাওয়ার সময়ে উনি মর্নিং ওয়াকে --- তো কী করা যাবে? আবার চা খেতে গেলে অপেক্ষা করতে হবে। ফ্লাক্সের খারাখি আমি পছন্দ করি না। আর সকাল বেলা চায়ের সঙ্গে খাবার চাই ওঁর। সকাল বেলা চায়ের সঙ্গে কেউ খেতে চায়? গেঁয়ো অভ্যেসটা গেল না। এখন হাত পা চলছে ঠিক আছে--- এত খাই খাই বাতিক হলে---যখন বসে যাবেন তখন কী হবে? তখনতো জ্বালিয়ে খাবেন। এই তুই গিলছিস কিরে, বাবার কানে গিয়ে লাগাবি? খবর্দার না। ঘর ভাঙানি মেয়েদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। বিদেয়করে দেব, মনে রাখিস।
ভুবনবাবু শুনেছেন বা শোনেননি। আসলে মেলাতে তাঁর কষ্ট হয়। এত শিক্ষিত, মার্জিত অথচ মানুষেৰ জীবনের এই ছোট ছোট মানবিক অনুভূতিগুলোর মূল্য কেন এরা দিতে পারে না কে জানে! এ শুধু একটা বোধ তাঁর আছে, কোন অভিযোগ নয়। অভিযোগের মনটা বড্ড ছোট মন। বেশ তো আছেন তিনি! কী কষ্ট তার? এই তো তাঁর ছেলের সংসার ছেলে বৌমা নাতি নিয়ে বেশ তো কেটে যায়। বুড়ো বয়সে নিজের ছায়ার শাখায় যেন তাঁর বাস। সমর সেনের কবিতা মনে পড়ে যায়, নিজেকে কি গতপত্র বট বলে মনে হয়? নাহ্! এই তো সেই লাইফ সাইক্ল...অনন্ত জীবন চত্রে অসংখ্য প্রাণের প্রবাহে কী অসীম রহস্য লুকিয়ে আছে... এই বিচিত্র জীবনচত্রের নিঃশব্দ গোপন প্রত্রিয়ায় জগৎ সংসার কেমন গভীর এক দর্শনকে ধারণ করে থাকে বুকে। এই তাঁর পৌত্র, ছোট্ট বীজ, ছোট্ট দুটিহাত, এই আধো উচচারণেৰ অমল ভঙ্গিমা একদিন পৃথিবীকে নতুন কথা বলবে, যুগান্ত আনবে হয়তো বা.....
নাতিকে কাছে পান না ভুবনবাবু! রাতে পড়া শেষ করে তাঁর কাছে শুতে আসে টুকাই। তাও আসে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে । তার হাই ওঠে। এই একরত্তির প্রাণ তার কাছে এলেই কেমন চারপাশের গাছপালা সবুজ হয়ে ওঠে। তার স্পর্শ পান তিনি। গন্ধে বুক ভরে যায়। বাকী সব ফাঁকা বিবর্ণ যেন। তাঁর ঘর দেওয়াল খাট বিছানা, সব কিছু। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর মানুষের নিজস্বতা বোধহয় সহচেয়ে বেশি করে ফুটে ওঠে তার প্রজন্মের লালনের মাঝখানদিয়ে। তার নিজের বোধ, দর্শন, আকাংক্ষা সবকিছু একটা প্রতীক বা প্রতিরূপ খোঁজে, সে তাতেই পূর্ণতার স্বপ্নবোনে। আবার নতুন করে তার জীবনের ছন্দ তৈরি হয়। তার চলাও শু হয় নতুন করে। ভুবনবাবুর ইচ্ছে করে কচি সবুজ নাতিটিকে নিয়ে হা হা হাসতে হাসতে বেড়াতে বেরোন ঝলমলে রোদ্দুরে। তাকে পাখি চেনান। ছোট ছোট জংলী ফুল রাস্তার দু'পাশেৰ ঘাস আকাশের গভীরের তারা, নানান পেশার মানুষ চেনান। তারপর নাতির হাত ধরে টানতে টানতে সল্ট লেকের প্রান্তে চলে যান--- যেখান থেকে পথ গিয়েছে ওই নলবন ভেড়ির বাঁধ পেরিয়ে দূর গাঁয়ের দিকে...কিন্তু সকালবেলার টুকাই ইস্কুলে, দুপুর বেলার টুকাই ম্যাথস টিচারের কাছে, বিকেলবেলার টুকাই সুইমিং -এ, সন্ধেবেলার টুকাই মিস -এর কাছে। নাগালই পান না নাতির।

এই অমল রৌদ্রবিধৌত প্রভাতে ভুবনবাবুর ইচ্ছা হয় টুকাইকে নিয়ে একটু ঘুরে আসেন। কিন্তু রোজকার বে-আক্কালে গাড়িটা এসে তাঁকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায়। স্কুলব্যাগ পিঠে টুকাইকে তখন বয়স্ক দেখায় ভুবনবাবুর কষ্ট হয় খুব। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে নাতিকে জিজ্ঞেস করেন--- তোমার এই কবিতাটা মনে পড়ছে দাদুভাই প্রজাপতি প্রজাপতি কোথা যাও নাচি নাচি/একবার দাঁড়াও না ভাই? তোমার কাছেই শুনেছিলাম। মনে নেই। এত রাইম্ মুখস্থ করায়! বাংলা রাইমগুলো ভুলে যাই। তারপরের লাইনগুলো বলতো দাদুভাই---হাঁ, ওই ফুল ফোটে বনে/ যাই মধু আহরনে/ দাঁড়াবার সময় তো নাই---
বলতে বলতে বাস এসে যায়। বাসটা টুকাইকে পেটে পুরে নিয়ে চলে যায়। বড্ড মনোকষ্ট হয় ভুবনবাবুর। আজ আর ভ্রমণে যেতে ইচ্ছে করে না।

।। পাঁচ ।।

লাজুক লাজুক বৌমাটির সঙ্গে দেখা। গ্রাউন্ডফ্লোরের একটি ফ্ল্যাটে থাকে। বেচারী এই পশ এলাকায় একেবারেই সাধারণ বলেই যেন বেমানান। 'মিসফিট' কথাটি এই মিষ্টি মিষ্টি আটপৌরে বৌটির সম্পর্কে উচ্চারণ করা যায়। ফ্ল্যাটগুলোর মানুষজনেরাও কেমন ভাগ ভাগ, স্ট্যাটাস বুঝে মেশে। বৌটি একা পড়ে থাকে। বিষণ্ণ। ওর বর কাজের সূত্রে মুম্বাইতে থাকে। মাঝে মাঝে একমাস দেড়মাস অন্তর অন্তর আসে। সাত / দশদিন থাকে আবার চলে চায়। বৌটি বড্ড নিঃসঙ্গ।
ভালো আছো তো, মা?
হাঁ। আপনি ভালো আছেন?
ভালো তো থাকতেই হবে। ছেলে বৌ জবরদস্ত নাতি এসবি নিয়ে। বেশ একটা ইউনিট বলতে পারো।
বৌটা আবারও মেলে ধরে অকৃত্রিম হাসি। স্বাভাবিক সৌন্দর্য বা শালীনতাবোধ তাকে ঘিরে থাকে। অদ্ভুত এক অসম সাদৃশ্য এসে পড়ে তাঁর নিজের স্ত্রীর কমবয়সের সেই সলাজ হাসি। নিজেই নিজের কাছে লজ্জা পেয়ে যান ভুবনবাবু। তবে তাঁর একাট বেদনাবোধ হয়। ভেতরে ভেতরে। এই বৌটিকে দেখলে তাঁর নিজের বৌমা'র সঙ্গে অলক্ষ্যে একটা তুলনা এসে পড়ে। হয়তো তুলনা করা ঠিক নয়। প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজস্ব বৃত্তে, তার পারিপার্শ্বিকতার সম্পর্কে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলেন, তাঁর বৌমা শিক্ষিতা, সপ্রতিভ, ঝকঝকে, ব্যক্তিত্বময়ী সব ঠিক কিন্তু তিনি মনের কোণে এক গভীর আকাংক্ষায় দ্রব হয়ে যান---তাঁর বৌমা'র মধ্যে একটা কী নেই কী নেই ভাব। কেমন যেন সূক্ষ্ম, গূঢ় যান্ত্রিকতার ছোঁয়া বা কোথাও কোথাও চাপা চতুর নিষ্ঠুরতা। যাকগে, নিজের বৌমাকে এভাবে সমালোচনার আলোয় ফেলে বিশ্লেষণ করায় তাঁর চিতে বাধে। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে বৃদ্ধদের আড্ডায় ছেলে বৌয়ের গুণগান শুনতে তাঁর অস্বস্তি হয়। এও বোধহয় ঠিক নয়।
আপনার কি শরীর খারাপ নাকি মেসোমশাই?
না মা এই একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম। আজকাল আমার এসব রোগ হয়েছে। বয়েসটা তো বাড়ছে।
আসুন না, ভেতরে।
না মা, তোমাদের সব অফিসের তাড়া।
কিছু তাড়া নেই। ওতো মাসখানেকের জন্য আবার মুম্বাই গেল।
আহা বেচারী। বাইরে বাইরে থাকতে হয়। তোমার তো খুব একা লাগে বৌমা?
বলেন না আর। হাঁফ ধরে যায়। এখানে আবার সবার সঙ্গে মেপে চলতে হয়। 'এই কেমন আছো, ভালোআছি, গোছের কথার বেশি এগোতে নেই। আমার এসব পোষায় না। হৈ হৈ করেছি। আপনি এলেন' একজন গল্প করবার লোক পাওয়া গেল।
ভুবনবাবু ঢোকেন ঘরে। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের মত সাবধানে সোফায় বসেন।
চা খান একটু মেসোমশাই---?
ভুবনবাবু 'না' বলবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু তার আগেই বৌটি জিজ্ঞেস করে---
কিছু মনে করবেন না তো, ভাজা ভাজা হালুয়া করেছি, বেশ কড়া করে টোস্ট করি, আপনি একটু খান? না করবেন না যেন।
নানা, তা কেন মা, চা-ই দাও শুধু।
খান তো। বৌদিকে বলে দেবো আমি। কোন খারাপ জিনিস কিন্তু খাওয়াইনি।
না মা, ওকে বলবার দরকার নেই।
ঠিক আছে, ঠিক আছে।
ভুবনবাবু বেশ তৃপ্তি ভরে খেলেন। চা খেলেন। তিনি জানলেনই না, এর মধ্যে লীলা তাঁর খোঁজে এসে তাঁকে খেতে দেখে গেছে। লীলা গিয়ে বৌদিকে বলেছে। খাওয়ার পর একথা ওকথা গাঁয়ের স্মৃতি ইস্কুলজীবন। বৌটি মিশুকে, শ্রদ্ধাশীলা এবং বেশ কল্পনাপ্রবণ শ্রোতা হিসেবে তার আন্তরিকতাও আছে। কিঞ্চিৎ আড্ডা দিয়ে ভুবনবাবু বাড়িতে এসে ঘরে ঢুকলেন।

মেঘনা তেতে ছিল।
ঢুকতেই বললো, আচ্ছা বাবা আপনাকে কি আমরা খেতে দিইনা?
একথা কে বলে মা? এসব কথা আমার চিবিরোধী। আমি গাঁইয়া হতে পারি কিন্তু গ্রাম্যতা দোষ আমার নেই। ভুবনবাবু ঠান্ডা, কিছু হয়নি এমন - ভাব নিয়ে বললেন।
সাতসকালে অন্যের বাড়িতে বসে আপনি খাচ্ছেন এটা দেখতে কেমন লাগে?
খুব খারাপ নয় দৃশ্য হিসেবে। আচ্ছা মা, তোমার নিজের বাবাকে যদি এপাড়ায় কোন বাড়িতে আদর করে ডেকে খাওয়াতো তাহলে তিনি বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তুমি কি একই প্রশ্ন করতে মা?
তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আমরা আদর যত্ন করি না আপনার?
সব কথার এমন উল্টো মানে কর কেন বৌমা
উল্টো মানে হয়ে যায় যে!
কী করে বুঝলে?
ও বাবা আপনি জানেন না এখানকার লোকেদের। আজ আপনাকে খাওয়াচ্ছে কাল এর কাছে ওর কাছে বলবে আপনাকে আমি খেতে দেইনা তাই---
মানুষ সম্পর্কে এমন জটিল ধারণা করাটা ঠিক নয় বৌমা।
আপনি চেনেননা এদের।
আসলে কী জানো, আমরা প্রত্যেকের সামনে একটা ক'রে দেওয়াল তুলে দিয়েছি। ওপাশের মানুষটাকে দেখতে পাইনা । তার অস্পষ্ট ছায়াটা দেখি, দরজার ভেতরে তার চরিত্রের কালো কালো দাগই দেখতে পাই তারপর একটা মনগড়া ধারণা করে নিই! তর্কশাস্ত্রে একটা কথা আছে ইল্লিশিট জেনারালাইজেশন--- অবৈধ সামান্যীকরণ। সম্পূর্ণটাই মনের ব্যাপার।
আমরা এতটা মহৎ, এতটা উদার নই বাবা। এমনকি আপনিও নন।
ভুবনবাবু চুপ করে থেকে বললেন, কথাটা মন্দ বলনি মা। ক্রমে ছোট ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপরে আকাশটা এখানে মাত্র হাজার স্কোয়ার ফিট। সবই জীবনযাত্রার দোষ।

।। ছয় ।।
বই চাই তাঁর। বিশেষ করে বাংলা বই।
কিন্তু এই ফ্ল্যাটে বাংলা বইয়ের সঞ্চয় সীমিত। যে ক'টি ক্লাসিক্স আছে সেগুলি কাচের শো - কেসে বন্দী।বসবার ঘরে সিলিং - এর সঙ্গে সেটা করা কাচের শো - কেসে সেগুলি আপাতত হাতের নাগালের বাইরে। ফ্লোরে, দেওয়ালের সঙ্গে সেট করা শেলফ, -এ শুধু ইংরেজী বই, সেগুলি এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে লোকের প্রথনেই চোখে পড়ে ইংলিশ বইগুলোকে। ত্রিদিবের সঙ্গে লড়তে লড়তে মেঘনা বাংলা বইগুলিকে কতগুলো ট াঙ্গে ঢুকিয়ে রেখেছে। বাকী সামান্য যেমন টেগোর ও ওরকম লেখকদের বাঁধানো ক্লা সিক্স কয়েকটাকে একটা শেল্ফের একটা মাত্র বাঙ্কতারে ঠেসে রেখেছে।
এত উঁচু থেকে নামিয়ে পড়া যায় না। কার সাহায্য চাই। এখানে তাঁর নিজের বই বলতে কিছুই নেই। খেয়ে না খেয়ে দেশের বাড়িতে যে বইগুলি তিনি কিনেছিলেন সেগুলি ইস্কুলের লাইব্রেরীকে দান করে দিয়েছেন। কিছু দিয়েছেন ক্লাবকে। কিছু আনতে চেয়েছিলেন। ত্রিদিবই আনতে দেয়নি। ত্রিদিব বললো, বাবা, কী দরকার বোঝা বাড়িয়ে? আমারই তো রয়েছে গুচ্ছের বই। তোমার মত গ্রন্থকীট পেলে বইগুলো ধন্য হয়ে যাবে। তোমার সময়ও কাটবে ভালো।
তাঁর প্রিয় অনেক বইই রয়েছে ত্রিদিবের সংগ্রহে। আগের বার এসে দেখেছিল কিন্তু এবার সেগুলি যে বৌমা কোথায় রাখলো কে জ ানে। বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী সৃষ্টিগুলোর অনেকগুলিই তাঁর পড়া। একবার পড়া হলেও বারবার পড়বার আকাঙ্খাজাগে। পড়ার বয়স আর বয়সের পড়ার মধ্যে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব রয়ে যায়। সেই কবে, যৌবনে যে বই পড়েছিলেন, পরিণত হয়সে সেই একটি বই পড়তে গিয়ে দ্যাখেন, খুলে যাচ্ছে আর এক দিগন্ত। অচেনা আলো এসে পড়েছে বোধির জগতে। কিন্তু তাঁর অভ্যেস ছিল অন্য।
দেশের বাড়িতে, শোবার খাটের ঠিক মাথার কাছে সেলফ্ করিয়েছিলেন, রেখে দিতেন তাঁর প্রিয় বইগুলি। কষ্টেসৃষ্টে নতুন বই কিনে এনেও ওখানে রাখতেন যাতে পড়বার ইচ্ছে হলে হাতের কাছে পেয়ে যান। রাত নেই দিন নেই বইগুলিকে যখন খুশী বার করে অ ানতেন, পড়তেন, কখনো যথাস্থানে রেখে দিতেন, আবার কখনো ভুলে যেতেন। রচনাকৌশল বা শিল্পের ভালো জায়গাগুলোয় পেন্সিলের দাগ দিয়ে ছেলেকে ডেকে নিতেন, দ্যাখ্, দ্যাখ্, এখানে কি সুন্দর ফুল ফুটে আছে! বনশ্রী মাঝে মাঝে রেগে যেতো বইপত্র ছড়ানো ছেটানো দেখে। বকর বকর করতঠিকই, কিন্তু গুছিয়েত ঠিক রেখে দিত। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে আশর্চ্য হয়ে তিনি দেখতেন সবকিছু আবার টিপটপ।

সেই বিস্ময়ের মুগ্ধতাটুকু কি এখনও খুঁজে বেড়ান ভুবনবাবু? বাঙালের মতে এখনও কি চান কেউ তাকে ভালোবাসা দিয়ে, সমীহ শ্রদ্ধা দিয়ে একটু বকুক। নিজের কন্যার মত মুচকি হেসে প্রশ্রয়ের আলো জ্বেলে দিয়ে তাঁরপড়বার এই ইচ্ছেটাকে একটু মূল্য দিক। ব াংলা বাদ দিলে ছেলের সংগ্রহে রয়েছে দেশবিদেশের নানা ভাষার সাহিত্যসম্ভার। তাঁর টাকা ছিল না, তিনি কিনতে পারেননি। ছেলের টাকা হয়েছে, অন্তত কেনবার মতো টাকা। ছ'পাউন্ডসাত পাউন্ড দামের অনেক বই কিনেছে ছেলে। ছেলের জন্য তিনি গর্ব অনুভব করেন। ভুবনবাবু একদিন কাঁচের আলমারী খুলে বইগুলোর গন্ধ নিয়েছিলেন বুক ভরে। ছেলেকে উচ্চশিক্ষায় পাঠিয়ে সাম ান্যতম টাকাও তিনি আর বইকেনার জন্য খরচ করতে পারতেন না। যে বইটি কিনবেন বলে একদিন কলকাতা এসেছিলেন, সেই বইটির দামশুনে পনেরো মিনিট ধরে পাতা উল্টিয়ে তাঁর ফিরে যেতে হয়েছিল। চাকরি পাওয়ার কিছুদিন পরে ছেলে যখন সেইবইটি কিনে তাঁর হাতে তুলে দিল, তখন তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন।

আজ ওপরের বুক শেলফের দিকে ঘাড় তুলে তাকাতে গিয়ে একটা কিন্তু এসে ঝুলে পড়ল মাঝখানে। কিভাবে, কোন সূত্রে যেন তাঁর কান্নার পবিত্রতাটুকু নষ্ট হয়ে গেল।

বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে মাথার ওপরের ফরমাইকা থেকে তিনি ক'টি বই নামিয়ে এনেছেন। সুন্দর বাইন্ডিং-এর সুদৃশ্য জীবনানন্দ সমগ্র। পাশেই চমৎকার একটি বৃহৎ বঙ্গ। কলকাতার ইতিবৃত্ত। শিশুর মত জীবনানন্দ সমগ্রের পাতা ওল্টাচ্ছেন তিনি। চোখে মুখে মুগ্ধতা। শেল্‌ফের পাল্লা টানতে ভুলে গিয়েছেন।

মেঘনা ঘরে ঢুকল কফি নিয়ে। ঢুকেই আঁতকে উঠলো।

একি বাবা! এ হে হে হে, বইগুলো সব এলোমেলো করে দিয়েছেন। এতগুলো বই কি আপনি একসঙ্গে পড়বেন বাবা? আপনি বরং একটা একটা পড়ুন। আর বইগুলো বড্ড এলোমেলো হয়ে গেছে। এগুলো অত্যন্ত দামী বই, এই সেদিন ঝেড়েমুছে শো-কেসে রাখা হয়েছিল। না মানে--আপনি তো বোঝেন সব কিছু--- কোন জিনিস গুছিয়েনা রাখলে ডিসেন্সি থাকে না। আমি আবার অগোছালো দেখতে একেবারেই পছন্দ করি না। এটা আমার একটা রোগ বলতে পারেন।

কথা বলতে বলতে মেঘনা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে একটা বই নিচে রেখেবাকীগুলো ওপরের তাকে পুরে দিল।

বইটই কেনা এখন একটা লাক্সারী। ক'জনই বা এ্যাফোর্ড করতে পারে।

তাছাড়া এত দাম দিয়ে বই কিনে কোন কাজেই লাগে না। কে ই বা পড়ে!

আপনার ছেলেকে বার বার বলা সত্ত্বেও এভাবে পয়সা নষ্ট করবে। কে পড়বে এত বাংলা বই? দু'দিন বাদে দেখবেন বাংলা বই পড়বার লোকই আর থাকবে না। সেদিন টুকাইদের স্কুলের এক আন্টি উঁচু ক্লাসের ছেলেদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, হু ওয়াজ বাংকিম চন্দ্র চ্যাটার্জি। ওরা ইন্সট্যান্ট রি-অ্যাক্শন দেখিয়েছে। বলেছে, হু দি হেল হি ওয়াজ? প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ইউজ ভ্যালু থাকে। নিদেন পক্ষে এন্ড ইউজ ভ্যালু বা ডেপ্রিসিয়েসন ভ্যালু---? এর মাদার টাঙ্ মাদার টাঙ্ বলে চ্যাঁচায়, কিন্তু মাদার টাং -এর ডেপ্রিসিয়েসন ভ্যালুও আর নেই।

মেঘনা অনেকক্ষণ ধরে বইগুলিকে সাজালো। কয়েকটা বইকে স্থান পরিবর্তন করিয়ে রাখলো। এমনভাবে চেপেচুপে ঠেসেঠুসে র াখলো যে ওখান থেকে একটা বইও আর নামানো যাবে না।

আপনার যখন দরকার হবে, আপনি আমাকে বলবেন, আমি নামিয়ে দেবো, বুঝলেন বাবা।

মেঘনা চলে যাবার পর ভুবনবাবু দেখলেন কফিটা কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শো - কেশ সাজানো বইগুলোকে একবার দেখলেন ভুবনব াবু। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, শেল্‌ফটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। বইগুলি তাঁর থেকে অনেকদূরে পালাচ্ছে। বড্ড অস্পষ্ট হয়ে গেল সবকিছু। নিজের চেষ্টায় তিনি বইগুলিকে খুঁজতে বেরোলেন। খুঁজতে সারা হলেন। তারপর নদী দেখলেন। নদীর ওপরে দাঁড়িয়ে তাঁর পুত্র পুত্রবধূ, নাতি। মাঝখানে নদী। নদী বাড়তে লাগলো। তটরেখা গ্রাস করে ফেলেছে নদী। ভূমিক্ষয়ের শব্দ হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। তবু প্রাণান্তকর চেষ্টায় তিনি নদী পেরিয়ে ওপারে পৌঁছলেন। যুবক যুবতীদের ভিড়ে খুঁজতে লাগলেন টুকাইকে। খুজে পেলেনও তাঁকে। ত ারপর মমতাভরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ডু ইউ নো হু ওয়াজ ত্রিদিব দত্ত? ইয়া ত্রিদিব ডাটা, মাই বয়----? উৎকণ্ঠিত হয়ে তা কিয়ে রইলেন সেই যুবকের মুখের দিকে। যুবক উত্তর দিল না। সে বিরক্ত হয়ে বললো, হু দি হেল দি ওয়াজ?

।। সাত ।।

রাত্তির বেলা ঘুম এলো না ভুবনবাবুর। এক ধরনের অস্থিরতায় গেল। সাধারণভাবে ঘুমের ব্যাঘাত তাঁর হয়না।অন্তত কোন দুঃখ পুষে রেখে কষ্ট পাওয়া মানুষের মতো কোনদিন নিজে দুঃখের বিলাস তৈরি করতে চাননি তিনি। সাধারণ কষ্টদুঃখের ওপরে উঠে ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে দেখার মত এক কঠিন নির্দ্বিগ্ন মন তিনি করে নিয়েছিলেন। জীবনে কষ্ট অনেক করেছেন। অনেক অপমান, অনেক প্রতিকূল অবস্থাকে সামাল দিয়েছেন। সেই দৃঢ়তার বর্মে ঘটনার তুচ্ছ তুচ্ছ আক্রমণগুলি প্রতিহত হয়ে ফিরে চলে গেছে। তাঁকে টল াতে পারেনি। একজন শিক্ষাব্রতীর কৃচ্ছ্র সাধন ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। নিস্পৃহতা ছিল ঘটনাকে টপকে যাবার সিঁড়ি। কষ্টকে

গিলে ফেলার উপায় যেন তাঁর নিজের হাতে ছিল। নিজের নিয়ন্ত্রণ ছিল। জাগতিক ঘটনাসূত্রকে একটা সুতোয় বেঁধে তিনি দর্শন বা উপলব্ধির একটা জগৎ তৈরী করেছিলেন। দাপটে হেডমাস্টারি করেছেন। গ্রামীণ রাজনীতির কুৎসিত মুখটাকে ও দেখেছেন। শিক্ষকদের চক্রান্তের মোকাবিলা করেছেন। নানান লবির পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে তাঁর দৃঢ়তায়। লোকে তাঁকেধৈর্যের মডেল করে রেখেছে। চার পাশের অনেকগুলি গ্রাম ব্লক এমনকি পঞ্চায়তের তিনটে স্তরকে। কেউ কেউ আড়ালে বসেছে হার্ড নাট টু ক্র্যাক্।
কিন্তু এখানে ছেলের এই সুখের সংসারে হেলায় দিন কাটিয়েও জীবন কেন যেন ভারী হয়ে উঠছে তাঁর কাছে। তবে কি তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন? বয়স তাঁকে কাবু করে ফেলেছে? নাকি গভীরে কোথাও সেই নদী তাঁর শেকড় কেটে কেটে তাঁকে ক্রমে আলগা করে দিচ্ছে? ক্রাক্স হ্যাভ এপিয়ার্ড এট হিজ্ ফাউন্ডেসন?
কোথায় কত গভীরে সেই ফাটল? নিজের অজান্তেই কি ভেতরে ভেতরে কোথাও সেই কী ঢুকে পড়েছে?
বুক - কেসে - এ সাজানো বইগুলোর দিকে আবার তাকালেন ভুবনবাবু। তাঁর নিজের বইয়ের সংগ্রহের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী সৃষ্টিগুলো তাঁর ছিল। বইগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন, তাদের গায়ে হাত বোলাতেন, মূল্যবান ল াইনগুলির তলায় দাগ দিয়ে নিজের হৃদয়ের সঙ্গে জুড়ে দিতেন, তাঁর বইগুলির আবাস হয়ত এত চকচকে ছিল না। তাদের হৃদয়ের ভেতরের কথাগুলো নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করতো। নিজের ছেলেকে তিনি সেইসব উজ্জ্বল পংক্তিমালা দেখাতেন, তাদের ব্যবহারের সৌন্দর্য বুঝিয়ে দিতেন। ছেলের জীবনে সেগুলি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, পুরাতন বাক্যগুলিকে ঘষে মেজে সে নতুন করে ব্যবহার করতে শিখুক---- সৃষ্টির ভেতরে এই আলো নিয়ে তিনি যেন অন্ধকারে ছেলেকে পথ দেখাতেন। আজ এখানে হঠাৎ তার মনে হল এই ঘরের ফরমাইকা বন্দী অক্ষরগুলো, বাক্যবন্ধ, অনুচ্ছেদ ঘুমিয়ে থাকবে অনন্তকাল ধরে--- শুধু ধুলো ঝেড়ে ওপরের অংশটুকু পরিষ্কার করা হবে, শুধু ওপরের অংশ হল দ্যাট গ্লিটার্স....ইজ গোল্ড, আর সেই গ্লিটের -এর চোখ ধাঁধানো মোহে পড়ে তাঁরই না তি, তাঁর পুত্রের পুত্র শুধু উপরিতলাবাসী স্কীমের হয়ে এটা ওটা জানাবে, শুধুই ক্যুইজ, কোন গভীরতা নয়, হৃদয় নয়, মন নয়, শুধু জ্ঞানের বোঝা বয়ে বেড়াবার যন্ত্রমাত্র বা কলুর বলদ বা এই শিশুশ্রমিকের জন্য কোনউপমাই আর যথেষ্ট নয়.....তিনি ধরে ফেলেন তাঁর রোগ। এই হৃদয়হীন সমজের এই জনতাসঙেঘ তিনি প্রেমিকের মত হৃদয় খুঁজতে এসেছেন অথচ...এই হৃদয়ের ভেতরের প্রবহম ান অমল প্রেম ছাড়া এই মনুষ্য জন্মে কোথায় সার্থকতা...কোথায়...?
ভুবনবাবু ঘুমোতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন ঃ এ তাঁর কী হোল? আবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ঘুম তাঁকে ছেড়ে চলে যায়।
আধা তন্দ্রায় তিনি এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই এসে পড়েন নরকের কাছে। পরিচিত নরকের ছবিতে এদিক ওদিক চিহ্নিত পুণ্যবানদের ছবি ভেসে আসে। আবারও অবচেতনে সেই দৃশ্যাবলী.... তিনি দেখতে পান তাঁর নাতিকে। কিন্তু একি! যমালয়ের পুণ্যব ানদের মত সে ছুঁয়ে আছে একটা গর শরীর, ভেসে যাচ্ছে কাল থেকে কালান্তরে... আবার চোখ খুলে দেখে নেন নাতি ইতিমধ্যেই ধরে ফেলছে সেই গর লেজটি...কিন্তু এযে বিপজ্জনক রিং -এর খেলা, এতে তার কেরিয়ারের গ, লেজ ধরে ভেসে আছে সে...যদি লেজ ছেড়ে দেয়....? তাহলে তো স্বর্গের পুণ্যবানদের থেকে চিরকালের জন্য সে নরকে নিক্ষিপ্ত হবে...! ভুবনবাবু দূর থেকে দৌড়ে এগিয়ে যেতে থাকলেনটুকাই - এর কাছে...টুকাই রে....

।। আট ।।
কাল টুকায়ের ছুটি।
ভূবনবাবু মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন কাল বিকেলের দিকে তিনি টুকাইকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন। অনেকদিন থেকে তাঁর ইচ্ছে সল্টলেকের শেষ মাথায় ওদিকে বানতলা বানঘাটার উল্টোদিকের ওই ভেড়িগুলোর দিকে যাবেন। দূরে দূরে গ্রাম। ভুবনবাবু কে ানদিনই ওদিকে যাননি।
রাতে খাওয়া দাওয়ার পর মেঘনা টুকাইকে বলল, টুকাই --- আজ তুমি আমাদের কাছে শোবে।
কেন মা?
কাল সকালে তোমার জিম আছে। ইন্সট্রাকটর বলে দিয়েছেন টুমরো--- আর্লি ইন দি মর্নিং তুমি সাই কম্প্লেক্সে যাবে। কোচ কী বলেছেন মনে আছে তোমার ফিটনেস ইজ আ মাস্ট।
টুকাই মাথা নাড়লো, তারপর দাদুর দিকে তাকিয়ে বলল, গ্রানপা, চল।
আজ কী প্রমিস করেছিলে মনে আছে?
আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে। চলনা গ্রান্ড্পা!
ঠিক আছে। তুমি মাকে বলে এসো।
মেঘনা গম্ভীর হয়ে বলল, তোমাকে কী বলা হল কানে গিয়েছে?
টুকাই মার দিকে তাকাল।

অনেক কষ্টে, কষ্ট কষ্ট মুখ নিয়ে টুকাই বলল শুনেছি তো মা।
কাল মর্নিং -এ তোমার জিম আছে শুনেছ? মেঘনার গলার স্বর আরও গম্ভীর ।
টুকাই কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, কাল ভোরবেলা উঠতে হবে?
রউঠতে হবে না! কি বলছ কি তুমি? একদিন স্কুলের ছুটি বলে সব ডিসিপ্লিন ভুলে বসে রইলে?
ত্রিদিব ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে ঠান্ডাভাবে বলল, এইটুকুতে আবার ডিসিপ্লিন গেল রব তুলেছ কেন?
তুমি বুঝতে পারছ না ত্রিদিব এভাবে ঢিলে দিয়ে দিলে ওর সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি গ্রো করবে না।
ভুবনবাবু হেসে ফেললেন। মেঘনা মা, একদিন জিমে না গেলে বা ত্রিকেট প্রাক্টিস না গেলে সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি গ্রো করবে না এমন সিদ্ধান্ত কি ঠিক?
ত্রিদিব ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেওয়ার জন্য হাসতে হাসতে বলল, আসল ব্যাপারটা কি জানো বাবা, কনভেন্ট পড়া মেয়ে তো। ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উঠেছে এসেম্বলিতে গিয়ে প্রেয়ারে বসেছে, ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ড্রিল করেছে---ওতো ডিসিপ্লিন সম্পর্কে সচেতন হবেই। তোমার ছেলের মত স্কুল পালিয়ে মাঠকুল খেতে যাওয়া নয়।
মনে আছে তো বাবা ---সেই একবার মাত্র তুমি আমার পিঠে একটা ছড়ি ভেঙে দিয়েছিলে?
ভুবনবাবু লজ্জায় হেসে ফেললেন।
মেঘনা বেশ রেগে গেল। আমি ডিসিপ্লিনের কথা বললাম আর তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করছ?
ত্রিদিব বলল, আহা একটু মজা করতেও পারবো না? এই তুমি একটু হাসতো, খালি সর্বদা গম্ভীর হইয়া থাকো কেন? ছেলেকে নিয়ে এতো টেনশনে থাক যে অর্ধেক পরমায়ু তোমার কমে যাবে দেখে নিও।
হুঁ! নিজেতো দিন রাত কাজ কাজ আর কাজ নিয়ে পড়ে থাক, ছেলেকে কিভাবে লেখাপড়া শেখাতে হবে সে ব্যাপারে এক্কেবারে নিশ্চিন্ত।
কেননা দায়িত্বটা তোমারে দিয়েছি। একজন দায়িত্বশীলা মায়ের কাছে।
এগুলি তোমার এসকেপিজমের আর একটা চেহারা মাত্র।
রিল্যাক্স মেঘনা।
ভুবনবাবু কথার ভেতর ঢুকলেন। মেঘনা মা, টুকাইকে সপ্তাহে পাঁচদিনই তো ভোরে উঠতে হয়! যদি বল স্বাস্থ্যের কথা, তাহলে বলব আরলি রাইজিং স্বাস্থ্যের পক্ষে অবশ্যই ভালো। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে ভালো? একটা ফুলের মতো বাচচাকে গাদাগুচ্ছের টাস্ক দিয়ে বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আটকে রাখলে। তার মাথায় ইনফরমেশন ঠেসে দিলে। তার স্নায়ুগুলো যে ক্লান্ত হচ্ছে, রি -এ্যাক্ট করছে, বুঝতে চেষ্টা করলে না। তার বিশ্রাম হচ্ছে না, সে নার্ভাস ইরিটেটেড হচ্ছে। গিভ হিম সাম রিলাক্সেশন এ্যাটলিস্ট। এর ওপর শর্ত চাপাচ্ছ - ওকে পড়াশুনোয় ফার্স্ট হতে হবে, ত্রিকেট টিমের চৌকষ ব্যাটস্ম্যান হতে তবে, ---ওর ফিটনেসের টিচার, সুইমিং -এর ইনসট্র্যাকটার, কম্পিউটারের টিচার--- এতগুলি টিচারের কাছে ওর ছোট্ট জীবনের সেরা সময়টাকে টুকরো টুকরো করে ওকে স্প্লিট পার্সোনালিটিতে পরিণত করছো তোমরা। এতে ওর ভেতরে একটা অশান্তি তৈরি হচ্ছে সারাক্ষণের জন্য। দ্যাখো মা, অনেক স্কুল কলেজে ডিসিপ্লিন নিয়ে ড্রিল হচ্ছে বটে কিন্তু সে শুধু ড্রিলই। মানুষের অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে তোলার জন্য যদি কোন ড্রিল হোত!
মেঘনা বললো, আপনাদের দিন এখন নেই বাবা। ওকে মানুষের মত মানুষ হতে হবে, তার জন্য প্রিপারেশন চাই--- এনি রিল্যাক্সেশন উইল থ্রো হিম আউট অফ দি ট্র্যাক।
ভুবনবাবু আরও হেসে উড়িয়ে দিলেন। এই পুঁচকে ছেলেটার একটু ঘুমের দরকার। কালকে সকালটা ওকেইচ্ছমত ঘুমোতে দাও। মেঘনাকে দেখে এক একবার আমার কি মনে হয় জানিস ত্রিদিব---ওকে কম্যান্ডোর ট্রেনিং দিচ্ছে।
ত্রিদিব বললো, বোঝাও তোমার বৌমাকে। বলেই ঘরে চলে গেল।
চোখ কচলে, ঠেলে আসা ঘুম সামলাতে টুকাই তাড়া দিচ্ছে তখন, দাদুভাই চলোনা--। আজ কিন্তু তুমি আমাকে শোনাবে বলেছ---দি স্টোরি অফ নিনেভে।
মেঘনা ছেলের দিকে একবার তাকালো। একবার ভুবনবাবুর দিকে। তার জেদ চেপে গেল। রাগে দুঃখে তার দু'চোখ ফেটে জল আসতে চাইলো।
সে যেন ভয়ে ভয়ে দেখলো সামনে তার শ্বশুর নয় - হ্যামলিনের সেই বাঁশিআলা দাঁড়িয়ে। তাঁর নিজের ছেলে চলে যাচ্ছে সেই বাঁশিআলার ডাকে.... নাহ্! এ হতেই দেয়া যায় না মার্জিত সূক্ষ্মতায়, অসম্ভব ঠান্ডা গলায় সে বললো, বাবা আপনি শুনতে চলে যান। আমি ডিসাইড করছি, কাল ওকে জিমে এ্যাবসেন্ট করবো না। ও আমাদেরকাছে শোবে আজ।
ঘুম জড়ানো চোখে শক্ত হয়ে গেল টুকাই।

অসম্ভব শক্ত গলায় বললো, আমি দাদুভাইয়ের কাছে শোব।
মেঘনা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তুমি আমাদের কাছে শোবে।
না আমি দাদুভাইয়ের কাছে শোব।
কাল তোমার জিম আছে তুমি আমাদের কাছে শোবে।
কাল আমার ছুটি। আমি দাদুভাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাব।।
কাল তুমি জিমে যাবে।
আমি যাব না যাব না যাব না---
তুমি কাল জিম-এ যাবে-এ - এ- মেঘনা চিৎকার করে উঠল।
টুকাই থর থর করে কাঁপছিল। সে আরও জোরে চ্যাঁচাল - আমি কাল জিম -এ যাব না --- আ- আ---
মেঘনা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো---
ভুবনবাবু আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে টুকাইয়ের মাথায় হাত রাখলেন। শান্ত নরম গলায় বললেন, দাদুভাই, মায়ের কথা শুনতে হয়। ওভাবে জিদ ধরে না। মা যা- বলেছেন শোনো, প্রমিস -- আমি তোমায় আরেকদিন শোনাব আসিরিয়দের গল্প। দি স্টোরি অভ নিনেভে।
ভুবনবাবু নিজের ঘরে চলে গেলেন।
টুকাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎই আকুল স্বরে কেঁদে উঠলো।

।। নয় ।।
বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিলেন ভুবনবাবু। কিন্তু ঘুম আর আসে না। বার বার টুকাইয়ের অসহায় বিদ্রোহী মুখটা মনে পড়ছিল। খুব খারাপ লাগছিল তাঁর। অনেকক্ষণ বাদে মন খারাপ তাঁকে ছেড়ে গেল না। চোখ বুজে পড়ে থেকে ভুলে যেতে চাইলেন সবকিছু। কিন্তু ভুলতে পারলেন না। স্নায়ুগুলো যেন জোর করে তাকে জাগিয়ে রাখছে। চোখ খুললেন। অন্ধকার আলো করে টুকাইয়ের মুখ। আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলেন। ঘুম যেন ছেড়ে গিয়েছে তাঁকে। সত্যিই কি তাঁকে অনন্তকালের জন্য ছেড়ে গেল ঘুম! রাত দুটো বাজল। তিনটে। চোখে জ্বালা বোধ করলেন।তারপর একসময় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। ঘুমোচ্ছেন অথচ জেগে আছেন, স্নায়ু পুরো কাজ করে চলেছে-- এমন একটি অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে এক তীব্র হাহাকারের অনুভূতি জাগলো তাঁর। এবার স্পষ্ট শুনতে পেলেনকান্নার স্বর। নিজেকে আবিষ্কার করলেন যখন, তখন তিনি ঘেমে নেয়ে উত্তেজনায় আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠলেন। তিনি নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন তিনি কি সত্যিই কাঁদছেন। বিনবিনে কান্না থেকে এবার কান্নার শব্দ সমুদ্রের মত হয়ে উঠলো। ভুবনবাবুর কান্না থেকে নদীর সৃষ্টি হোল। নদীতে ভাসতে ভাসতে তিনি পৌঁছলেন কোন এক জ্যোতিষ্কলোকে।তিনি কি বোধির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন? নাহ্! এবার ফিরতে হবে। আর এভাবে মাথায় ভাসবেন না তিনি।
ফিরতে লাগলেন। বড়ো বেশী সরব উপস্থিতি তাঁর। এবার নীরব হবেন। এবার দিনের শেষে ঘুমের দেশে যাবার পালা। তাঁর যা কাজ তিনি করে দিয়েছেন।
ফিরতে গিয়ে বাধা। সামনে তাঁর চারদিকে আলো করে দাঁড়িয়ে আছে এক দেবশিশু। একটা আলোর বলয় তৈরি হল। শিশুটি দুটো ছোট ছোট হাত তুলে তাঁকে ডাকছে। তিনি স্রোত ভেঙে তার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। এইমাত্র শিশুটি যেন তাঁকে ডাকছিল। কোথায় হারালো?
আবারও শিশুটির দিব্য কণ্ঠস্বর শুনতে পান তিনি। তাঁকে ডাকছে।
দাদুভাই তুমি বলেছিলে না, মানুষ চেনাবে?
চেনাবো দাদু।
কবে?
এই তো নিয়ে যাবো কোন একদিন।
কোনদিনই তো তুমি নিয়ে যাচ্ছো না। কবে, কবে নিয়ে যাবে তুমি?
নিয়ে যাবো, দাদুভাই।
কোনদিনই নিয়ে যাবে না। শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলো। ইউ আর এ লায়ার!
আমায় নিয়ে যাও না কেন?
তোমার যে সময় নেই দাদুভাই। ওই যে মৌমাছি বলেছিল, যাই মধু আহরণে/ দাঁড়াবার সময় তো নাই। তেমাকে জীবনের মধু আহরণ করতে হবে যে।

ধ্যেৎ। আমি মৌমাছি হতে চাই না।
কি হতে চাও তুমি?
আই ওয়ান্ট টু বি আ স্টকার।
স্টকার?
ইয়েস। তুমি বলেছিলে না স্টকরা সব রহস্যকে তলিয়ে দেখতে চায়।
ভুবনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজকাল কেউ স্টকার হতে চায় না দাদুভাই। সবাই চায় সার্ফেস স্কিমার হতে। সবাই পল্লবগ্রাহিতা পছন্দ করে।
তুমি বড্ড টাফ ওয়ার্ড ব্যবহার করো। এটার মানে কী?
মানে হোল যে সব কিছুতেই কিছু কিছু জ্ঞান পেতে চায়, গভীর জ্ঞান নয়।
না আমি গভীর জ্ঞান চাই।
সে অনেক কষ্টের। তোমার কী দরকার অত কষ্ট করার? এমনিতে তোমার পিঠের ওপর বইয়ের ভারী বোঝা। ওরপরে আছে প্র্যাক্টিসের বোঝা। এত ভার তুমি বইতে পারবে না।
পারবো। তুমি আমাকে হেল্প করলে পারবো।
তারপর টুকাই কেমন বৃদ্ধের মত কুঁজো হয়ে হাঁটতে থাকে। তার মুখের ওপর রেখা। অজস্র রেখায় তার মুখ, তার নিষ্পাপ দুটি চোখ জটিল--- চতুর এবং প্রাপ্তবয়স্ক। ভুবনবাবু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন।
ক্লান্ত, শ্রান্ত টুকাই হঠাৎ লক্ষ মাইল দূরে থেকে বা আকাশের গভীর থেকে তারও বেশী গভীর থেকে বলে ওঠে--- তুমি কিন্তু আমাকে আসিরিয়দের গল্পটা শোনাওনি দাদুভাই--- দি স্টোরি অফ নিনেভো। তুমি এক্ষুনি বলবে। আমি কোনও কথা শুনতে চাই না।
ভাইটি, তুমি এখন ঘুমোও--- কাল তোমার সকালে জিম আছে, দুপরে সুইমিং আছে---
আমি যাব না।
ওরকম করে না দাদুভাই।
করবো।
করবে না সোনা। মা বাবার কথা শুনবে। নাহলে জীবনের প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে।
হেরে যেতে আমার খুব ভালো লাগে দাদুভাই।
সেকি! কেন?
কোন কষ্ট থাকে না। কেউ পড়তে বলবে না, জিম-এ যেতে বলবে না, সুইমিং -এ না।
টুকাই। দিস ইড ব্যাড মানার্স।
ভালো। ব্যাড ম্যানার্স ভালো।
টুকাই!
তোমরা সববাই আসীরীয়!
ভুবনবাবুর হৃদয়ের কোথাও ব্যথা করে উঠলো। ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিছানায়। অন্ধকারে টেবিলের ওপর রাখা হাত ঘড়ির রেডিয়ামে চোখ রাখলো। চারটে বাজে। ভোর হবার আগে, এই ব্রাহ্মমুহূর্তে ভুবনবাবু বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।
সংযোজন ঃ ভুবনবাবু বাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না। আত্মীয় স্বজনের বাড়ি নয়, নিজের বাড়ি নয়, দেশের বাড়িতে নয়, তিনি আত্মহত্যাও করেননি, কোন দুর্ঘটনায়ও মরার খবর পাওয়া যায়নি তাঁর।
তবে তিনি গেলেন কোথায়?

মাছেরা থেকে সংগৃহীত